আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আদর্শ মানুষ ও সমাজ গঠনে কতটা কার্যকরি !

ড. মুহাম্মদ আফসার আলী,
অধ্যক্ষ,
শহীদ নুরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়,
উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম বঙ্গ।

শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক গভীর। প্রথমেই দেখা যাক শিক্ষা বলতে আমরা কি বুঝি? এর বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্যে সহজতমটিকে এভাবে বলা যেতে পারে - শিক্ষা হল বাস্তব জীবনের জন্য প্রশিক্ষণ। আকাঙ্ক্ষিত সুন্দর বাস্তব জীবনের জন্য মানুষের ভালোগুণগুলোর বিকাশ দরকার ও খারাপ গুণ/প্রবৃত্তিগুলোর অবদমন দরকার। আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতে শিশুর সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য তার চারটি H-এর বিকাশ দরকার এবং তা অর্জনের জন্য মধ্যশিক্ষার পাঠ্যক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি রাখা হয়েছে :- (ক) **বুদ্ধির বিকাশ**-এর জন্য ভৌত বিজ্ঞান, জীবন বিজ্ঞান, গণিত ও ভূগোল। ভৌত বিজ্ঞান পাঠ প্রধানত কার্য-কারণ সম্পর্ক ও যুক্তিশক্তির বিকাশে সহায়ক। জীবন বিজ্ঞান পাঠে শিশু তার পরিবেশের সজীব জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারে। গণিত পাঠ তার বিমূর্ত যুক্তিশক্তির বিকাশ ঘটায় এবং যে গ্রহে আমরা বাস করি তাকে জানার জন্য ভূগোল পরানো হয়। (খ) **হৃদয়বৃত্তির বিকাশ**-এর জন্য ভাষা, সাহিত্য / কলা ও ইতিহাস পড়ানো হয়। নিজের মনের ভাব অন্যের কাছে ব্যক্ত করার জন্য ও অন্যেরটা নিজে জানার জন্য ভাষা শিক্ষা দরকার। দৈনন্দিন জীবনে এই ভাবের আদান প্রদানে মাতৃভাষা সাহায্য করে ও আন্তর্জাতিক স্তরে ভাবের এবং জ্ঞনের আদান প্রদানের জন্য কোন আন্তর্জাতিক স্তরের আধুনিক ভাষা (এক্ষেত্রে ইংরাজি) শেখানো হয়। সাহিত্য/কলা পাঠের উদ্দেশ্য হল - মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটানো যেমন, ভালোবাসা, সহমর্মীতা, সহযোগিতা, পর-উপকারিতা, আত্মত্যাগ, প্রসংশা, সেবাপরায়নতা, ইত্যাদি। ইতিহাস পড়ানোর মুক্ষ্য উদ্দেশ্য হল শিশুমনে আত্ম-পরিচিতি ও দেশভক্তি জাগরিত করা। ইতিহাস অতীত সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চারিত করে। এতে আমাদের পূর্বপুরুষদের দেশের জন্য বিভিন্ন বীরচিত আত্মত্যাগের ও জীবন উৎসর্গের ঘটনার বর্ননা থাকে। ইতিহাস পাঠের ফলে শিশু নিজের শিকর খুজে পায়, দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালোবাসতে শেখে - দেশের ঐক্য মজবুত করতে শিখে ও দেশকে শক্তিশালি করে। ভারতবর্ষের মত শতবৈচিত্রের দেশে এই দিকটির গুরুত্ব অপরিসীম। (গ) **দক্ষতার বিকাশ**। এটা শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে জীবন ধারনের জন্য অর্থনেতিক প্রয়োজন পূরনে সহায়ক এবং সমাজের পক্ষে কল্যাণকর এমন পেশা গ্রহনে তাকে সহায়তা করে। এই লক্ষ্য পুরনের জন্য পাঠ্যক্রমে কর্মশিক্ষা বিষয়টি রাখা হয়। (ঘ) **স্বাস্থ্যের বিকাশ**। সঠিক স্বাস্থ্যের বিকাশ ছারা শিক্ষার উপরিউক্ত সকল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। শিশুর জন্মমূহুর্ত থেকেই অর্থাৎ অনান্য শিক্ষা শুরু হওয়ার বহু আগেই তার স্বাস্থ্য বিকাশের প্রতি যত্ন নেওয়া হয় এবং

তা আজীবন চলতে থাকে - শিক্ষার অনান্য দিকের বিকাশ বন্ধ হয়ে গেলেও। এই স্বাস্থ্যের বিকাশের জন্য পাঠ্যক্রমে সরীরচর্চা, খেলাধুলা, স্বাস্থ্যবিধি, ইত্যাদি রাখা হয়।

এ পর্যন্ত আদর্শ মানুষ ও আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজনিয় শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলা হল। এখন দেখা যাক আমাদের সমাজ উপরিউক্ত শিক্ষার লক্ষ্যগুলির নিরিখে কথায় অবস্থান করছে? প্রথমে **বুদ্ধির বিকাশ** জনিত ক্ষেত্রে সমাজের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা জাক। স্বাধিনতার ৭৪ বছর পরেও আমাদের দেশে কুসংস্কার, অজ্ঞতা, নরবলি, ইত্যাদি বহাল তবিয়তে বিরাজমান। মানুষ দ্রুত ও বেশি ফল পাওয়ার লোভে তার প্রকৃতি, বাস্তুতন্ত্রকে ধংস করছে। গভীর সমুদ্রে দূষণ থেকে সুদূর মহাকাশের ওজন গ্যাস - যা পৃথীবিতে জীবনের রক্ষাকবজ, মানুষ তার অপরিনামদর্শী কাজের দ্বারা ধংস করছে। এসবের ফলে মানব সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। মানুষের জীবনে দেখা দিচ্ছে নতুন নতুন অসুখ যার নিরাময়ের খোঁজে অত্যাধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও দিশেহারা! এক কথায়, তথাকথিত 'বুদ্ধিমান' মানুষের নির্বুদ্ধিতার ফলে আজ তার নিজের অস্তিত্বই এই পৃথীবিতে সংকটজনক। বর্তমান গন্ডির জ্ঞানের তথাকথিত বিকাশের ফলস্বরূপ মানুষ আজ দিশেহারা - সে হাড়িয়েছে মনের শান্তি, পেয়েছে উদ্‌বিগ্নতা, অস্থিরতা ইত্যাদি। তাহলে প্রশ্ন উঠছে যে জ্ঞানের এত বিকাশলাভের পরেও মানব সমাজের এই অবস্থা কেন? শিক্ষার একটা প্রধান কাজ হল, আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে **প্রাপ্ত জ্ঞানকে সংরক্ষন** করা, তার **সমৃদ্ধিসাধন** করা ও তা পরবর্তী বংশধরদেরকে **হস্তান্তরিত** করা। এখন জ্ঞান কাকে বলে? এর উত্তরে বলা যায় - দীর্ঘ সময় ধরে যাঁচাই করা কোন ঘটনা বা পদ্ধতি থেকে প্রাপ্ত নিয়ম বা আপাত সত্যকে জ্ঞান বলা হয়। যেমন, সূর্য পূর্ব দিকে উঠে; জল উঁচু তল থেকে নিচু তলে নিজেই প্রবাহিত হয়। এই ঘটনাগুলিকে আমাদের পূর্বপুরুষরা সুদীর্ঘ সময় ধরে পর্য্যবেক্ষণ করেছেন - তবেই তাদের জ্ঞানভান্ডারে স্থান দিয়েছেন। সুতরাং, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে আধুনিকতার ঝড়ে উড়িয়ে দিয়ে আমরা যদি এর বিপরীত অন্য কিছুকে জ্ঞান মনে করে জীবন ও সমাজকে পরিচালিত করতে যায়, তবে তা হবে মূর্খতার নামান্তর। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে - '*আকাশ - পৃথিবী ও এদের মধ্যস্তিত কোন কিছুই আমি অপ্রয়োজনে সৃস্টি করি নাই*' [অধ্যায় ১৫, বাক্য ৮৫]। পরিবেশ ও বাস্তুতন্তের সংরক্ষণের পক্ষে এতবড় দলিল থাকা সত্বেও আমরা তাকে গুরুত্ব না দিয়ে নির্বিচারে তা ধংস করেছি ও করছি। পবিত্র কুর'আনের অনত্র বলা হয়েছে, *'সেই লোকেরা যারা অস্বীকার করেছে, কি চিন্তা করে না যে, এই আসমান ও যমীন সবকিছুই মিলিত অবস্থায় ছিল, পরে আমরা এইগুলিকে আলাদা আলাদা করে দিয়েছি? এবং পানি হতে প্রত্যেক জীবন্ত জিনিসকে সৃষ্টি করেছি? তারা কি স্বীকার করে না? আর আমরা যমীনে পাহাড় খাড়া করে দিয়েছি, যেন তা তাদেরকে নিয়ে কেঁপে ঢলে না পড়ে। এবং তাতে প্রশস্ত পথ বানিয়ে দিয়েছি যেন লোকেরা নিজেদের পথ জেনে নিতে পারে। তিনি তো আল্লাহই, যিনি রাত ও দিন বানিয়েছেন। সূর্য ও চন্দ্রকে পয়দা করেছেন। সবই এক-এক কক্ষপথে সাঁতার কাটছে।* [অধ্যায় ২১, বাক্য ৩০]। এখানে আল্লাহ্‌তায়ালা কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ঘটনা আজ থেকে প্রায় ১৪০০ বছর আগেই উল্লেখ করেছেন, যেগুলির আবিস্কার

বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক ঘটনা। প্রথম underline-এ অতি সংক্ষেপে Big Bang Theory-এর কথা বলা হয়েছে, যা এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক আবিস্কার। দ্বিতীয় underline-এ আর একটি বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক জীবন জল দিয়ে সৃষ্টি। এটিও কিছুদিন আগে পর্যন্ত মানুষের অজানা ছিল। তৃতীয় underline-এ পাহাড়কে পৃথিবীর খুঁটি বলা হয়েছে - এটিও বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিস্কার। শেষের underline-এ বলা হয়েছে যে অনান্য গ্রহ-নক্ষত্রের মত সূর্য্যেরও গতি আছে। মাত্র কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিজ্ঞান তা ভাবতেই পারত না। আশ্চর্য্যের কিছু নেই যে আমাকেও স্কুলে পড়তে হয়েছে যে সূয্য স্থির! পবিত্র কুর'আনে এই ধরনের অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্যসহ জীবনের ও সমাজের সব দিকের কল্যাণোপযোগী জ্ঞান আছে। অনান্য নির্ভরযোগ্য ধর্মগ্রন্থেও এই ধরনের সম্পদ খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু আমরা পশ্চিমী আধুনিকতাকে বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে নিজেদের সমৃদ্ধশালী সম্পদকে ভুলে গেছি। দেরিতে হলেও আমাদের এখন মূলে ফিরে যেতে হবে - ভারতবর্ষের প্রতিটি স্কুলে আরবি ও সংস্কৃত ভাষা বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানো শুরু করতে হবে - যাতে প্রতেকে নিজের ও অপরের ধর্ম - সংস্কৃতিকে পড়তে, জানতে ও বুঝতে পারে। এইভাবে এদেশের দুটি বড় সম্প্রদায়, হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের কাছাকাছি আসবে - সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পৃথিবীর মধ্যে ভারত তার বর্তমান ১ নম্বর স্থান থেকে অনেক নিচে নেমে আসবে। ফলে দেশের একতা ও শক্তি, সমৃদ্ধি মজবুত হবে।

হৃদয়বৃত্তির বিকাশ ও সমাজের কল্যাণ বিচার করলে দেখা যায় - আমাদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা সংরক্ষিত ধর্ম -সংস্কৃতি কেন্দ্রিক অতীত থেকে কল্যাণ লাভ করার জন্য যে ভাষাগুলি শিশুদের পড়ানো দরকার, শিক্ষাব্যবস্থা তা পড়ায় না। এর ফলে সমাজে আমরা পাশাপাশি বাস করলেও একে ওপরকে জানি না, বুঝি না। উপরন্ত পাঠ্যক্রমে ইচ্ছাকৃত ভাবে কিছু সাম্প্রদায়িক উপন্যাস, কবিতা, নাটক ইত্যাদি পড়ানো হয়। যেমন, 'রাজসিংহ' উপন্যাসটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। তাতে আওরঙ্গজেবের কন্যা গুণবতী, চরিত্রবতী ও প্রতিভাবতী জেবন্নেসাকে ভ্রষ্টা ও পতিতা অপেক্ষাও চরিত্রহীনা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিবাদ করার উপায় নেই; সেটি নাকি ইতিহাস নয়, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'। ফলে সমাজে জন্মেছে সন্দেহ, তা থেকে অবিশ্বাস, অবিশ্বাস থেকে বিরুদ্ধতা, আর তা থেকে অনিষ্টতার মানষিকতা - যার চরমতম রূপ হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা - যেটাতে আমাদের দেশ এখন প্রথম স্থান অধিকার করেছে! সমীক্ষায় জানা যায়, এদেশে প্রতিদিন গড়ে কম করে একটি করে সাম্প্রদায়িক দঙ্গা হয়! **প্রশ্ন হল** – আমাদের সমাজে এত বিদ্বেষভাব কেন? আজ সরকারের সমীক্ষা-ই বলছে (সাচার কমিটি, মিশ্র কমিটি, ইত্যাদি) যে এক বিশেষ সম্প্রদায়কে চাকরি (সাকারি এবং বেসরকারি) সহ অনান্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে বৈষম্যের কারণে (সাচার কমিটি ইংরাজি 'Discrimination' শব্দটি ব্যবহার করেছে)। সমাজের এই দূরবস্থার দায় কার? শিক্ষাব্যবস্থা কী এই দায় অস্বীকার করতে পারে? পারে না। কারণ শিক্ষাতো শিশুর বাস্তব জীবনের প্রশিক্ষণ। তাহলে তার বাস্তব জীবনের এমন নারকীয় হল কেন? নিশ্চয় শিশুর প্রশিক্ষণেই গোন্ডগোল আছে!

এখন দেখা যাক, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস পাঠ্যক্রম থেকে আমাদের সমাজ কি পায়? বর্তমান স্কুল - কলেজের পাঠ্য ইতিহাস একপেশে, সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট। একটু পিছনে যাওয়া দরকার - ভারতবর্ষের ইতিহাসকে তিনটি প্রধান যুগে ভাক করা হয় - প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ এবং আধুনিক যুগ। তবে কিছু শিক্ষিত লোক মধ্য যুগের ইতিহাসকে 'ইসলামিক ইতিহাস' বলেন কিন্তু আধুনিক যুগের ইতিহাসকে তারা খৃষ্টান ইতিহাস না বলে 'বৃটিষ ইতিহাস' বলেন! তার কারণ অবশ্য তারাই ভালো জানেন। আমাদের সাধারণ জ্ঞানে মধ্য যুগের ইতিহাসকে যদি শাসকের ধর্মের পরিচিতি দেওয়া হয় তাহলে আধুনিক যুগের ইতিহাসকেও তাই দেওয়া উচিত।

যাইহোক, প্রাচীন যুগের আসল ইতিহাস সেই সময়ের সরকারি ভাষা - পালী ভাষায় লেখা আছে। মধ্য যুগের আসল ইতিহাস ফার্সী ভাষায় লেখা আছে। ইংরেজরা ভারতবর্ষে এসে যখন মুসলমানদের কাছ থেকে রাজপাট কেড়ে নিতে লাগল, তখন মুসলমানরা এই বিদেশী আগ্রাসন থেকে দেশকে বাঁচাতে প্রাণপণ লড়েছেন। ইংরেজরা তখন পরিস্কার বুঝতে পারে যে, মুসলমানদের এই লড়াইয়ে যদি ভারতমাতার অন্য সন্তান হিন্দুরাও সামিল হয়ে যায় তাহলে এদেশে তাদের ঔপনিবেশিক শাসন স্থায়ী হবে না। তাই তারা পরিকল্পনা করে এমন কিছু করতে যাতে এদেশের দুটি বড়ো সম্প্রদায় - হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হয়ে যায় এবং কোনদিনও মিলতে না পারে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা পালী ও ফার্সী ভাষা থেকে আমাদের ইতিহাসকে অনুবাদ করার নামে **ইতিহাসে বিষ মিশিয়ে** দেয়। এই বিষের মাধ্যমে হিন্দুদের বুঝানো হয় যে - মুসলিম শাসন তোমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সবকিছু ধংস করেছে - তোমাদেরকে অত্যাচারিত করেছে। এখন আমরা (ইংরেজরা) এসেছি মুসলমানদের হাত থেকে তোমাদের বাঁচাতে, তোমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে দিতে! বিড়ালের মাছ পাহারা দেওয়ার ব্যপারই বটে!

কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয় হল বনিক ঔপনিবেশিকদের নিজেদের কায়েমি স্বার্থে বিষাক্ত করা ইতিহাস আজও দেশ স্বাধীন হওয়ার দীর্ঘ সাত-আট দশক ধরে আমাদের মন, মগজ, চেতনা, সমাজ, সংস্কৃতিকে – বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে বিষাক্ত করে চলেছে আর আমরা সেই বিষের ধারা বন্ধ করার কোনো চেষ্টা পর্যন্ত করি নি! কার স্বার্থে? উপরের আলোচনা থেকে একটিই সিদ্ধান্তে আসা যাই যে, সুস্থ, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল সমাজ ও দেশ গঠনে আমাদের বর্তমান শিক্ষা পাঠ্যক্রমের, উপরের প্রস্তাবগুলোর নিরিখে সংশোধণ ও সংস্কার আশু দরকার।